৩৮

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... AUG
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

মন্ত্রী পরিষদের সুপারিশ বাতিল দাবী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মান ন্যস্ত করা দুঃখজনক

–ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমি.

স্টাফ রিপোর্টার

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, যুগ্ম-আহবায়ক মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী ও সদস্যসচিব মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ মন্ত্রী পরিষদ কমিটি কর্তৃক ফাজিল-কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আখ্যায়িত করেছেন। তারা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এ মুহূর্তে স্থগিত রেখে বিষয়টি নিয়ে আরো চিন্তা-ভাবনা করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে মাদ্রাসার ফাজিলের ছাত্ররা ডিগ্রী এবং কামিলের ছাত্ররা মাস্টার্স-এর সমমানের সিলেবাস অনুসারে অনেক আগ থেকেই লেখাপড়া করে আসছে, সেহেতু ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসাপেক্ষে আপাতত মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনেই ফাজিল-কামিলের মান ঘোষণার অনুরোধ জানান।

নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, মন্ত্রী পরিষদ কমিটির সদস্য এলজিআরডি মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক এবং পানি সম্পদ ও বাণিজ্য মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ বীরপ্রতীককে লেখা পৃথক পৃথক পত্রে এ দাবী জানান।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরে বলেন যে, ঐতিহ্যবাহী আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯২৬ সাল থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম চলে আসছে। পত্রে আরও বলা হয় যে, বিভিন্ন সময় আন্দোলনের ফলে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা নিরূপণের জন্য পোনে এক শতাব্দীকালেরও বেশী সময় যাবৎ বহু কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে এবং রিপোর্টও উত্থাপিত হয়েছে। যেমন– ১৯৩৯ সালে শেরে বাংলার ঘোষণা, ১৯৫১ সালে আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফউদ্দিন চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খাঁ কমিটি, ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জেম কমিশন, ১৯৬৬ সালে হামিদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন, ১৯৭০ সালে শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৯ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিটি এবং একই বছর জাতীয় সংসদে ও ১৯৮১ সালে আলীয়া মাদ্রাসার দ্বি-শত বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষণা এবং সর্বশেষ ১৯৯৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে একটি এফেলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

তাছাড়া ২০০২ সালে ফাজিল-কামিলের ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটিকে। এক পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাজিল-কামিলের পরীক্ষা নেয়ার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে ফাজিল-কামিলের পরীক্ষা নেয়ার বিধান না থাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিধিগত কারণে ফাজিল-কামিলের পরীক্ষা নিতে পারেননি বিধায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রী পরিষদ কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদ কমিটি তাদের টার্মস অব রেফারেন্স এড়িয়ে ফাজিল-কামিলের ডিগ্রী প্রদানের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ফাজিল-কামিলের মান প্রদানের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার বিরোধিতা করে পত্রে বলা হয়, এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে

এমনিভাবে নিউস্কিম মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, মানোন্নয়নের পরিবর্তে ১৯৫৭ সালে নিউস্কিম মাদ্রাসা শিক্ষাই চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই ফাজিল-কামিলের মানোন্নয়নের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হলে নিউস্কিম মাদ্রাসা পরিণতির আশংকা করা হয়। পত্রে আরও বলা হয় যে, আলীয়া মাদ্রাসায় মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, সহশিক্ষা চালু এবং শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যতামূলক শর্তে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও ছাত্ররা হিমশিম খাচ্ছে।

নোয়াখালী অফিস ঃ মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান প্রদানের সর্বজনগ্রাহ্য দাবীকে উপেক্ষা করে মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিনাসের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মান প্রদানের মন্ত্রী সভা পরিষদের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে নোয়াখালী জেলা জমিয়াতুল মোদারেছীন নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ ও ওলামা মাশায়েখ এবং মাদ্রাসা ছাত্র শিক্ষকদের সর্বসম্মত প্রাণের দাবী হচ্ছে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়া। কিন্তু ইসলামের লেবাসধারী একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক দলের কু-পরামর্শ ও চাপে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসকারী এই সর্বনাশা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করলে সকল হকপন্থী ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামী সংগঠন এবং শিক্ষক ছাত্ররা রুখে দাঁড়াবে। বিবৃতিদাতারা হলো প্রেসিডেন্ট মাওলানা ওহিদুল হক, সভাপতি জেলা জমিয়ত মাওলানা রুহুল আমিন চৌধুরী, সেক্রেটারী জেলা জমিয়ত মাওলানা ইসমাইল সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি জেলা জমিয়ত মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, সহ-সভাপতি জেলা জমিয়ত মাওলানা এনামুল হক প্রমুখ।